গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৫ জুন, ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ১০ম সভার কার্যবিবরণী।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ১০ম সভা ২৫ জুন, ২০০৯ তারিখ বিকেল ৫.১৫ টায় সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল মাহমুদ এর সভাপতিত্বে তাঁর অফিস সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্য/কর্মকর্তাগনের তালিকা পরিশিষ্ট - '১' এ দেয়া হলো।

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার আলোচ্য বিষয় সমূহ উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক ও বোর্ডের সদস্য-সচিব জনাব মোহাম্মদ গোলাম কুদ্দুস - কে অনুরোধ করেন। মহাপরিচালক মহোদয় কার্যবিবরণী উপস্থাপনের জন্য বোর্ডের উপ-পরিচালক(প্রশাসন ও কল্যাণ) জনাব এ, এস, এম, কবির কে অনুরোধ করেন। সভাপতি এবং মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমতিক্রমে উপ-পরিচালক(প্রশাসন ও কল্যাণ) সভার কার্যপত্র অনুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্য বিষয় ০১ঃ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ০৭-১২-২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৯ম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণঃ

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ০৭-১২-২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৯ম সভার কার্যবিবরণী বোর্ডের সম্মানিত সকল সদস্যদের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণী সম্পর্কে সম্মানিত সদস্যদের নিকট হতে কোনরূপ সংশোধনী প্রস্তাব/মন্তব্য না পাওয়ায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত (Confirm) করা হয়।

আলোচ্য বিষয় ০২ঃ বিগত ০৭-১২-২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের ৯ম সভার সিদ্ধান্তাবলীর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ঃ

গত ০৭ ডিসেম্বর, ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৯ম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তাবলীর বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিশদভাবে পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা কালে বাস্তবায়িত বিষয়সমূহ ব্যতীত নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোতে আলোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

(ক) সিলেট ও খুলনা বিভাগীয় সদরে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিসে যাতায়াতের জন্য ষ্টাফ বাস চালুকরণ ও ভাড়াকরণ প্রসঙ্গে ঃ

সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ে চারবার এবং খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ে দু'বার পত্রিকায় দরপত্র আহবান করেও বাস মালিকদের নিকট থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায় নি। এমতাবস্থায় বোর্ডের প্রধান কার্যালয় থেকে বাস

CamScanner

সরবরাহের অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু প্রধান কার্যালয়ে বাসের স্বল্পতার কারণে বিভাগীয় কার্যালয়ে বাস বরাদ্দ দেয়া সম্ভব হয়নি।

বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে স্টাফবাস কর্মসূচীতে নতুন বাস ক্রয়ের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য একটি সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নতুন বাস ক্রয় না করে বি,আর,টি,সি থেকে বাস ভাড়া করার সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বি,আর,টি,সি থেকে বাস ভাড়া করার ব্যাপারে ০৫-০৪-২০০৯ তারিখে বাককবো(কমসূচী)-৯৫/২০০০-৯০৪৯ এর মাধ্যমে বি,আর,টি,সির চেয়ারম্যান বরাবরে পত্র দেয়া হয়। কিন্তু উক্ত পত্রের জবাব পাওয়া যায়নি বলে সভায় অবহিত করা হয়। সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, বিআরটিসির কর্তৃপক্ষের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রয়োজন। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বি,আর,টি,সি এবং বোর্ড কর্তৃপক্ষ আলোচনা করে বাস ভাড়ার ব্যাপারে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
বাস্তবায়ন ঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(খ) **বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের দিলকুশাস্থ নিজস্ব জায়গায় ৩০তলা বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের ফিজিবিলিটি ষ্টাডি প্রসঙ্গে।**

বোর্ডের ০৭-১২-২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৯ম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ০৫-০১-২০০৯ তারিখে বাককবো/কত-১২প্র/৯৯(অংশ-১)-১২৫৪ স্মারক মারফত ভবন নির্মাণের কৌশল নির্ধারণের জন্য অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অবকাঠামো উন্নয়ন (ফ্ল্যাট বাড়ি নির্মাণ) নীতিমালা ২০০৮ এর আলোকে আন্তঃমন্ত্রণালয় ষ্টিয়ারিং কমিটির সভাপতি তথা গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব এর সভাপতিত্বে সভা আহবানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয় বরাবরে পত্র দেয়া হয়। উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় থেকে ১২-০১-২০০৯ তারিখে সম(কল্যাণ)বিএফজিআই-৩/৯৭(অংশ)-১১ মারফত গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে সভা আহবানের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র দেয়া হয়। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের উক্ত পত্রের বরাতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ২২-০২-২০০৯ তারিখ গৃগম/পরি-১/গণপূর্ত-৬/০৯/৪২ নং স্মারক মারফত জানিয়েছে যে, সরকারি জমির উপর অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অবকাঠামো উন্নয়ন (ফ্লাট বাড়ি নির্মাণ) নীতিমালা ২০০৮ শুধুমাত্র আবাসিক ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ নীতিমালার আওতায় সরকারি বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের কোন সুযোগ নেই।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ভবন নির্মাণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভবন নির্মিত হলে এ থেকে প্রাপ্ত আয় দিয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা যাবে। কাজেই ভবন নির্মাণের গুরুত্ব অনুধাবন করে সভায় এ বিষয়ে পূর্বের গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, যেহেতু ভবন নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরকারের অতিরিক্ত সচিব মর্যাদার একজন

কর্মকর্তা জনাব এস, এম, এ, মান্নান কে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে, সেহেতু তাঁকে ভবন নির্মাণের সার্বক্ষণিক প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য আদেশ দেয়ার ব্যাপারে সংস্থাপন মন্ত্রনালয়কে অনরোধ করা যেতে পারে।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভবনের ফিজিবিলিটি ষ্টাডির লক্ষ্যে ০৮-০৮-২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ষ্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক EOI বিজ্ঞপ্তি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ৭(সাত) টি প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে EOI পাওয়া যায়। প্রাপ্ত EOI মূল্যায়নের জন্য ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট Proposal Evaluation Committee (PEC) গঠন করা হয়। কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত এবং ষ্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত Criteria অনুযায়ী EOI মূল্যায়ন করা হয়। Criteria অনুযায়ী প্রদত্ত নম্বরের ভিত্তিতে ফিজিবিলিটি ষ্টাডির লক্ষ্যে Request For Proposal (RFP) আহবানের জন্য ৪(চার) টি কোম্পানীকে নির্ধারণ করা হয়। সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি ষ্টাডি করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে পিপিআর অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। এ সংক্রান্ত ব্যয় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের তহবিল হতে বহন করার জন্য মত পোষণ করা হয়। বিস্তারিত আলোচনা করে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) অতিরিক্ত সচিব জনাব এস, এম, এ, মান্নান কে সার্বক্ষণিক প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেয়ার জন্য সংস্থাপন মন্ত্রনালয়কে অনুরোধ জানানো হবে।

(২) ভবন নির্মাণের ফিজিবিলিটি ষ্টাডির জন্য পিইসি কর্তৃক নির্ধারিত কোম্পানীগুলো থেকে পিপিআর অনুযায়ী Request For Proposal (RFP) আহবান করা যায়।(PPA/PPR যদি allow করে) ।

(৩) ফিজিবিলিটি ষ্টাডির জন্য সম্ভাব্য ব্যয় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড বহন করবে।

বাস্তবায়ন ঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(গ) বোর্ডের নিজস্ব কমিউনিটি সেন্টারের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করণ ঃ

বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয় রাজশাহীর নিয়ন্ত্রণাধীন কমিউনিটি সেন্টারটি ব্যক্তি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট ভাড়া প্রদানের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের পর জনৈক মোঃ ইবনে মাসুদ হড়গ্রাম রাজশাহী কোট হতে একটি আবেদন পাওয়া গেছে। এ প্রসঙ্গে উপ-পরিচালক(প্রশাসন ও কল্যাণ) সভায় অবহিত করেন যে, রাজশাহীর নিয়ন্ত্রণাধীন কমিউনিটি সেন্টারটি ব্যক্তি মালিকানায় বার্ষিক টাঃ ১০,০০০/- (দশ হাজার) ভাড়ার প্রস্তাব পাওয়া গেছে যা খুবই নগন্য। আলোচ্য বিষয়ে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন কমিউনিটি সেন্টারগুলি নতুনভাবে ফ্ল্যাট বাড়ি নির্মান করে ভাড়া বা অন্য কোনভাবে আয় বৃদ্ধি করা যায় কি না সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভাগীয় কমিশনারগণ একটি প্রতিবেদন পেশ করবেন।

সিদ্ধান্ত ঃ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারগণ কমিউনিটি সেন্টারের স্থানে ফ্ল্যাট বাড়ি নির্মাণ বা অন্য কোনভাবে আয় বৃদ্ধি করা যায় কি না সে ব্যাপারে একটি প্রতিবেদন পেশ করবেন।

বাস্তবায়ন ঃ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারগণ।

(ঘ) মতিঝিল মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের বিশেষ মেরামত কাজ সংক্রান্ত।

বোর্ডের ০৭-১২-২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৯ম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মতিঝিল মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের বিশেষ মেরামত কাজ করার জন্য টাঃ ১৪,৪৭,৫০৮/- প্রাক্কলন অনুমোদন করা হয়। অনুমোদিত অর্থ গণপূর্ত অধিদপ্তরকে একাউন্ট পেয়ী চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। গণপূর্ত অধিদপ্তর প্রাক্কলন ও দরপত্র অনুযায়ী যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করেছে। উক্ত সভায় কমিউনিটি সেন্টারে বৈদ্যুতিক কাজ ও এসি সংযোগের বিষয়টি অনুমোদন করা হয়। এ বিষয়ে ১৫-০৩-২০০৯ তারিখে বাককবো (কর্মসূচী) - ০৬/৯৭-৯৩৮ এর মাধ্যমে গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৩ এর নির্বাহী প্রকৌশলীর বরাবরে বৈদ্যুতিক আধুনিকায়নের সার্বিক বিষয় উল্লেখপূর্বক ব্যয়ের একটি প্রাক্কলন দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হয়। তদানুসারে হল রুমে ১৫টি ২৪ প্যাডেস্টাল ফ্যান, কনে বসার রুমে একটি ২ টন ক্ষমতা বিশিষ্ট ১টি এসি স্থাপনসহ টাঃ ১১,৮৬,৭১৭/- প্রাক্কলন ও নকশা দাখিল করেছেন। প্রাক্কলিত ব্যয় সেন্টারের নিজস্ব তহবিল থেকে মিটানো সম্ভব হবে। সভায় গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক দাখিলকৃত প্রাক্কলন নিয়ে আলোচনা করা হয়। গণপূর্ত অধিদপ্তরের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না থাকায় উহা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। এ প্রসঙ্গে সভাপতি গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত আছেন কি না জানতে চাইলে অবহিত করা হয় যে, গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী বরাবরে সভার নোটিশ পৌছানো হয়েছে এবং টেলিফোনে যথাসময়ে সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলে একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীকে সভায় যোগদানের জন্য পাঠাবেন বলে জানানো হয়। কিন্তু সভায় গণপূর্ত অধিদপ্তরের কোন প্রতিনিধি উপস্থিত না থাকায় সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ~~সভায় অনুপস্থিত থাকা সরকারি কাজে অনাগ্রহ বলে অভিমত ব্যক্ত করেন~~। এ ~~ব্যাপারে গণপূর্ত অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বরাবরে সভায় উপস্থিত না থাকার কারন জানতে চেয়ে পত্র দেয়া যেতে পারে এবং উক্ত পত্রের একটি অনুলিপি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের পিএসিসিতে প্রেরণ করার জন্য মতামত ব্যক্ত করেন~~।

সিদ্ধান্ত ঃ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের পিএসিসি কে অবহিত করে গণপূর্ত অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বরাবরে সভায় উপস্থিত না থাকার কারন জানতে চেয়ে পত্র দিতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(ঙ) ব্যক্তিমালিকানাধীন ভাড়াকৃত বাসের ভাড়া বৃদ্ধি প্রসঙ্গে।

ব্যক্তিমালিকানাধীন বাসের পরিবর্তে বিআরটিসি সংশ্লিষ্ট রুটে বাস দিতে পারবে কিনা সে বিষয়ে ০৫-০৪-২০০৯ তারিখে বাককবো(কমসূচী)-৯৫/২০০০-৯০৪৯ এর মাধ্যমে বিআরটিসির চেয়ারম্যান বরাবরে পত্র

দেয়া হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত জবাব পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, বিআরটিসির নিকট পুনরায় পত্র দিয়ে বা সরাসরি যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় মতামত সংগ্রহ করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ বিআরটিসির নিকট তাগিদ পত্র দিয়ে বা সরাসরি যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় মতামত সংগ্রহ করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক(কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(চ) বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের জন্য ৬টি ফটোকপি মেশিন ক্রয় প্রসঙ্গে।

বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ফটোকপিয়ার মেশিন সরবরাহের জন্য ২০-০৮-২০০৮ তারিখে বাককবো/কত-১০প্র/৯৬-২৯৩ স্মারক মারফত বাংলাদেশ মনোহরি অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা এর উপ-নিয়ন্ত্রক বরাবরে পত্র দেয়া হয়। উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট অফিস ২৭-০৮-২০০৮ তারিখে বিএসও/সর/মেশিন-০৪/১২২/অংশ-১/২০০৮-২০০৯/৩৩০ স্মারক মারফত জানিয়েছে যে, তাদের অফিসে আপাতত ফটোকপিয়ার মেশিন মজুদ নেই তবে ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে কিছু ফটোকপিয়ার মেশিন ক্রয় প্রক্রিয়াধীন আছে। নতুন মেশিন ষ্টোরে পৌছানোর পর টিওএন্ডই তে প্রাপ্যতার ভিত্তিতে পুরাতন মেশিন অকেজো ঘোষণা করে চাহিদা পত্র দাখিল করা হলে মেশিন সরবরাহ করা যাবে।

বোর্ডের জনবল ও সাংগাঠনিক কাঠামো সহ টিওএন্ডই দীর্ঘদিন যাবত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। সভায় আরো অবহিত করা হয় যে, অর্গানোগ্রাম দীর্ঘদিন ধরে অনুমোদন না হওয়ায় বোর্ডের বিভিন্ন কার্যক্রমের ব্যাঘাত ঘটছে। বোর্ডের কার্যক্রমকে সুষ্ঠ, স্বাভাবিক এবং দ্রুত সম্পাদনের জন্য অর্গানোগ্রাম জরুরী ভিত্তিতে অনুমোদন হওয়া প্রয়োজন। দীর্ঘদিন ধরে অর্গানোগ্রাম অনুমোদিত না হওয়ায় সভাপতি ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আগামী ২০ দিনের মধ্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অর্গানোগ্রাম অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অর্গানোগ্রাম ২০ দিনের মধ্যে অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ যুগ্ম-সচিব(প্রশাসন), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

(ছ) জটিল ও ব্যয় বহুল রোগের দেশে বিদেশে চিকিৎসা ব্যয়ের অনুদান সর্বোচ্চ দুই লাখ টাকা করার পদক্ষেপ ঃ

বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক জটিল ও ব্যয় বহুল চিকিৎসা সাহায্য বাবদ সর্বোচ্চ টাঃ ২.০০ (দুই) লাখ প্রদানের এবং এ সাহায্য কর্মরত কর্মচারীর স্ত্রী/স্বামী এবং নির্ভরশীল ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত্রেও দেয়ার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার বিষয়ে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন ২০০৪ এর ৬(ঝ) ধারা এবং বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা ২০০৬ এর ১৩(৬) ধারা সংশোধন এবং অর্থ মন্ত্রণালয় হতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয় বরাবরে

১৩-০১-২০০৯ তারিখে বাককবো-০৪/০৭-১২৯৬ স্মারক মারফত পত্র দেয়া হয়। পরবর্তী অগ্রগতি জানা যায়নি। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন ২০০৪ এর সংশ্লিষ্ট ধারা সংশোধন ও অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয় বরাবরে পূনরায় পত্র দিতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ উপ সচিব (কল্যাণ), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

আলোচ্য বিষয় ০৩ ঃ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিলের ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিলের ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের বাজেট সভায় উপস্থাপন করা হয়। কল্যাণ তহবিলের প্রস্তাবিত বাজেট পর্যালোচনা করে দেখা যায় ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে মৃত, অক্ষম কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পরিবার ও নিজকে দেয় কল্যাণভাতা বাবদ টাঃ ৪২.০০ কোটি বরাদ্দ করা হয়েছিল। বর্তমান বাজেটে টাঃ ৭০.০০ কোটি প্রস্তাব করা হয়েছিল যা গত অর্থ বছর অপেক্ষা টাঃ ২৮.০০ কোটি বেশি। উল্লেখ্য যে, কল্যাণ তহবিলে ৭ (সাত) হাজারের বেশি মৃত ও অক্ষম কর্মকর্তা/কর্মচারীর দাবী অমীমাংসিত রয়েছে। অসহায় পরিবারের কথা বিবেচনা করে দাবীসমূহ নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে বাজেটে উক্ত টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়। গত অর্থ বছর অপেক্ষা প্রস্তাবিত অতিরিক্ত টাকা স্থায়ী আমানত থেকে মেটানোর প্রস্তাব করা হয়েছিল। সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগকৃত অর্থ অতিরিক্ত বাজেট হিসেবে ব্যয় করা সমীচিন হবে না। কাজেই আয়ের সাথে ব্যয়ের সামঞ্জস্য রেখে ব্যালেন্স বাজেট প্রণয়ন করা উচিৎ। এ প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত বাজেট পূনর্মূল্যায়নের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, উপ-মহাহিসাব নিয়ন্ত্রক এবং বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির ওপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয় এবং উক্ত কমিটির প্রস্তাবিত বাজেটই নীতিগত অনুমোদন করা হয়।

বাজেট পূনর্মূল্যায়নের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি গত ২৯-০৬-২০০৯ তারিখে এক সভায় মিলিত হয়। সভায় বোর্ডের মহাপরিচালক, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব(প্রশাসন), উপ-মহাহিসাব নিয়ন্ত্রক, বোর্ডের উপ-পরিচালক(প্রশাসন ও কল্যাণ), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব(কল্যাণ), কল্যাণ তহবিলের প্রশাসনিক অফিসার ও যৌথবীমা তহবিলের হিসাব রক্ষণ অফিসার উপস্থিত ছিলেন। সভায় বাজেটে মাসিক কল্যাণভাতার অনুকুলে প্রস্তাবিত টাঃ ৭০.০০ কোটি এর স্থলে টাঃ ৪২.০০ কোটি, বিশেষ সাহায্য খাতে টাঃ ৬.০০ কোটি এর স্থলে টাঃ ৫.০০ কোটি সহ অন্যান্য খাতে কিছু ব্যয় কমিয়ে সর্বমোট টাঃ ৫০,৭৭,৫০,০০০/- (পঁঞ্চাশ কোটি সাতাত্তর লাখ পঁঞ্চাশ হাজার) বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে (পরিশিষ্ট - 'ক')। এতে কল্যাণ তহবিলে টাঃ ৩৫.৯৪ লাখ উদ্বৃত্ত আছে। তেমনিভাবে যৌথবীমা তহবিলে যৌথবীমার দাবী পরিশোধের জন্য প্রস্তাবিত টাঃ ৪০.০০ কোটি এর স্থলে টাঃ ২৫.৭৫ কোটি ব্যয় ধরে সর্বমোট টাঃ ২৭,৫৫,৮০,০০০/- (সাতাশ কোটি পঁঞ্চান্ন লাখ আশি হাজার) বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে (পরিশিষ্ট - 'খ')। এতে যৌথবীমা তহবিলে টাঃ ২০ হাজার উদ্বৃত্ত আছে।

প্রসঙ্গক্রমে উপ-পরিচালক(প্রশাসন ও কল্যাণ) সভায় অবহিত করেন যে, ২০০৪ সালে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড গঠণের প্রাক্কালে কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ১% হারে সর্বোচ্চ টাঃ ৪০/- এর স্থলে সর্বোচ্চ টাঃ ৫০/- এবং যৌথবীমার প্রিমিয়াম ০.৭০% হারে সর্বোচ্চ টাঃ ৩০/- এর স্থলে টাঃ ৪০/- নির্ধারণ করা হয় যা প্রদেয় সাহায্যের তুলনায় অতি নগন্য। ২০০৯ সালে পে-কমিশন বাস্তবায়ন হচ্ছে। এমতাবস্থায় কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ১% হারে সর্বোচ্চ টাঃ ৫০/- এর স্থলে সর্বোচ্চ টাঃ ১০০/- এবং যৌথবীমার প্রিমিয়াম ০.৭০% হারে সর্বোচ্চ টাঃ ৪০/- এর স্থলে সর্বোচ্চ টাঃ ৭৫/- নির্ধারণ করা যেতে পারে।

সভায় কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ও যৌথবীমার প্রিমিয়াম বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে এ বিষয়ে জনমত যাচাইয়ের জন্য বোর্ডের আর্থিক অবস্থা উল্লেখ করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, অধিদপ্তরের সুবিধাভোগীদের মতামত সংগ্রহ করা যেতে পারে বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। চাঁদা ও প্রিমিয়াম বৃদ্ধির ব্যাপারে অধিকাংশ জনমত পাওয়া গেলে তদানুযায়ী আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা চাঁদা বৃদ্ধির জন্য জনমত যাচাই করে মতামত সংগ্রহ করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্য বিষয় ০৪ ঃ স্টাফবাস কর্মসূচী ও মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সৃষ্ট পদসমূহ সংরক্ষণ।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত ষ্টাফ বাস কর্মসূচী ১৪১ টি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৪৭ টি সহ মোট ১৮৮ পদ ৩০ শে জুন, ২০১০ পর্যন্ত প্রচলিত নিয়মে সংরক্ষণের প্রস্তাব করা যাচ্ছে। বিষয়টি গতানুগতিক এবং স্বাভাবিক প্রক্রিয়া কাজেই পদ সমূহ সংরক্ষণ করা যেতে পারে। মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে কোন কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং প্রতি বছর কতজন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ সমাপন করে তার একটি প্রতিবেদন বোর্ডের আগামী সভায় পেশ করার জন্য অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) স্টাফবাস কর্মসূচী ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পদসমূহ ৩০ জুন, ২০১০ পর্যন্ত প্রচলিত নিয়মে সংরক্ষণ করা হয়।

(২) মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ বোর্ডের আগামী সভায় পেশ করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক(কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্য বিষয় ০৫ ঃ সোনালী ব্যাংকের পাওনা টাঃ ৫৫.০০ (পঞ্চান্ন) কোটি পরিশোধ প্রসঙ্গে।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, রমনা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা টাঃ ৬৪.০০ কোটি পুনভরনের বকেয়া টাকা পরিশোধের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের নিকট স্মারক নং এসবিএল/রমনা/ডিডিপি/৯৩ তাং ১৭-০৯-২০০৮ এর মাধ্যমে দাবী করে। সোনালী ব্যাংকের উক্ত পাওনা টাকার যথাযথ হিসাব দাখিলের জন্য অত্র বোর্ড হতে ১৫-১০-২০০৮ তারিখে বাককবো/কত-৪প্র/১৯৯৬-৬৮৭ স্মারক মারফত পত্র দেয়া হয়। কিন্তু সোনালী

ব্যাংক লিঃ হিসাব দাখিল না করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিমান বকেয়া টাকা পরিশোধের চাপ দিতে থাকে। এমতাবস্থায় ব্যাংকের উক্ত টাকা পরিশোধের বিষয়ে ০৭-১২-২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের ৯ম সভায় পেশ করা হয়। বোর্ড এ ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একটি প্রতিবেদন সংস্থাপন সচিব বরাবরে পেশ করার জন্য (১) বেগম নুজহাত ইয়াসমিন, সিনিয়র সহকারী সচিব (কল্যাণ), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, (২) জনাব মোঃ মাহবুবুল হক, উপ মহাব্যবস্থাপক, সোনালী ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা, (৩) জনাব মোঃ জহুরুল ইসলাম, হিসাব রক্ষণ অফিসার (কল্যাণ তহবিল) এর সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে।

ইতোমধ্যে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয় থেকে ০৫-০২-২০০৯ তারিখে এসবিএল/প্রকা/সহিসাডি/সাডি/ডিডিপি/২৪৫ স্মারক মারফত অতিরিক্ত বিতরণকৃত প্রায় টাঃ ৫৫.০০ (পঞ্চান্ন) কোটি পরিশোধের দাবী জানায়। বোর্ড কর্তৃক গঠিত কমিটি এতদসংক্রান্ত বিষয়ে গত ১৫-০১-২০০৯, ২৫-০২-২০০৯ এবং ২৩-০৩-২০০৯ তারিখে সভায় মিলিত হয়। সভায় সোনালী ব্যাংক লিঃ এর দাবীকৃত টাকার এবং বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের হিসাব সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এতে অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, সোনালী ব্যাংক লিঃ এর দাবী অনুযায়ী টাকা প্রাপ্তির পূর্ণাঙ্গ ও স্বচ্ছ হিসাব দাখিল করা প্রয়োজন। সোনালী ব্যাংক লিঃ হতে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের পরিপূর্ণ হিসাব না পাওয়া সত্বেও কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে সোনালী ব্যাংক লিঃ এর বকেয়া টাকা পরিশোধের সুপারিশ করে। সোনালী ব্যাংক লিঃ এর দাবী অনুযায়ী বকেয়া টাকা পরিশোধের বিষয়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের নিকট সোনালী ব্যাংকের পাওনা দীর্ঘদিনের এবং তা যথার্থ। ব্যাংক আরো অবহিত করে যে, বোর্ডের বিশাল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যাংক বোর্ডের নিকট থেকে কোন সার্চ চার্জ বা কমিশন নেয় না। অপরদিকে বোর্ডের স্থায়ী আমানতের টাকা সোনালী ব্যাংকে না থাকায় ব্যাংক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এমতাবস্থায় বকেয়া টাকা পরিশোধ এবং সোনালী ব্যাংকে বিনিয়োগের টাকা বৃদ্ধি না করলে ব্যাংকের পক্ষে কার্যক্রম চালানো সম্ভব হবে না।

এ প্রসঙ্গে বোর্ডের উপ-পরিচালক(প্রশাসন ও কল্যাণ) জানান যে, সোনালী ব্যাংকের বকেয়া টাকা পরিশোধ করার ক্ষেত্রে বোর্ড হতে জারীকৃত কল্যাণভাতার প্রতিটি কার্ডের অনুকুলে প্রদানকৃত টাকার হিসাব বিবরণী ছাড়া বকেয়া টাকা পরিশোধ করা সমিচীন হবে না। উভয় পক্ষের অভিমতের প্রেক্ষিতে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করে সোনালী ব্যাংকের বকেয়া টাকা কল্যাণভাতার প্রতিটি কার্ডের অনুকূলে প্রদেয় টাকার হিসাব বিবরণী দাখিল করার জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেন। এছাড়া বোর্ডের টাকা সোনালী ব্যাংকে স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ করার জন্য সকলে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) সোনালী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কল্যাণভাতার প্রতিটি কার্ডের অনুকূলে প্রদানকৃত টাকার হিসাব বিবরণী প্রদান করবেন।

(২) বোর্ডের সমুদয় টাকা সোনালী ব্যাংকে স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগের পরামর্শ দেয়া হয়।

বাস্তবায়ন ঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ও সোনালী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ।

আলোচ্য বিষয় ০৬ ঃ বি,আর,টি,সির ভাড়াকৃত বাসের ভাড়া পূনঃনির্ধারণ প্রসঙ্গে।

বিগত ২৮-০৯-২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের ৭ম সভায় বি,আর, টি, সি বাসের ভাড়া বৃদ্ধি করে সচিবালয় - মিরপুর রুটে দ্বিতল বাস প্রতিট্রিপ টাঃ ৮৮৯/- এর স্থলে টাঃ ১৫৪৬.০৫, সচিবালয়- মিরপুর রুটে একতলা বাস প্রতিট্রিফ টাঃ ৬২০/- এর স্থলে টাঃ ১,০৭৮.২৪ এবং শেরে বাংলা নগর - পাইক পাড়া রুটে একতলা বাস টাঃ ৫২০/- এর স্থলে টাঃ ৯০৪.৩৩ নির্ধারণ করা হয় এবং উক্ত ভাড়া ০১-১০-২০০৭ তারিখে থেকে কার্যকর করা হয়। এ ভাড়া বৃদ্ধির ফলে ষ্টাফ বাস কর্মসূচীর তহবিল থেকে ২৮ লাখ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হচ্ছে। এ অতিরিক্ত ব্যয় বোর্ডের নিজস্ব বাসের যাত্রী ভাড়া বৃদ্ধির মাধ্যমে মিটানোর সিদ্ধান্ত হলেও সরকারী নির্দেশে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

অপর দিকে বি,আর,টি,সি পূনঃরায় ৩৭.৫% ভাড়া বৃদ্ধির জন্য দাবী জানিয়েছে। ইতোমধ্যে ডিজেলের মূল্য সরকারী ভাবে টাঃ ১১/- কমানো হয়েছে। বোর্ড বি,আর,টি,সি বাস ভাড়া না করে নতুন বাস ক্রয়ের মাধ্যমে পরিবহন কার্যক্রম চালানোর জন্য অর্থ মন্ত্রনালয় থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অভিমত ব্যক্ত করেন। তৎপ্রেক্ষিতে ১৫টি নতুন বাস ক্রয়ের অনুমোদনের জন্য মাননীয় প্রধান মন্ত্রী বরাবরে সার সংক্ষেপ প্রেরন করা হয়। মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর দপ্তর থেকে নতুন বাস ক্রয় না করে বি,আর,টি,সি থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাস ভাড়া করার জন্য সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। বি,আর,টি,সি বাসের ভাড়া বৃদ্ধির বিষয়টি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব(প্রশাসন)-কে আহবায়ক করে গঠিত কমিটিতে পরীক্ষাধীন আছে বলে সভায় অবহিত করা হয়। এ প্রসঙ্গে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, বিআরটিসি এবং বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড সরকারি প্রতিষ্ঠান। উভয় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে বিআরটিসির ভাড়া সম্পর্কে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। এছাড়া যাত্রীদের ভাড়া বাড়ানোর বিষয়ে মতামত যাচাইয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে মতামত সংগ্রহ করে একটি প্রতিবেদন পেশ করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বিআরটিসি বাসের ভাড়া এবং যাত্রীদের ভাড়া বাড়ানোর বিষয়ে মতামত যাচাইয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে মতামত সংগ্রহ করে একটি প্রতিবেদন পেশ করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক (কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্য বিষয় ০৭ ঃ মতিঝিল মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কম্পিউটার কোর্সের সিলেবাস যুগোপযোগী করে এর সাথে গ্রাফিকস ডিজাইন কোর্স চালু করণ প্রসঙ্গে।

সভায় অবহিত করা হয় যে, মতিঝিল মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিভিন্ন ট্রেড কোর্সের সহিত আধুনিক প্রযুক্তির কম্পিউটার কোর্স চালু রয়েছে। কম্পিউটার কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীদের ৩(তিন) মাসের প্রশিক্ষণ শেষে পরীক্ষা

গ্রহন করতঃ উর্ত্তীন ছাত্রীদের সনদপত্র দেয়া হয়। কম্পিউটার প্রশিক্ষন কোর্সের সিলেবাস যুগোপযোগী করে পৃথক ভাবে গ্রাফিকস ডিজাইন কোর্স চালু করা যেতে পারে। ইতোমধ্যে কম্পিউটার অপারেটর কাম প্রশিক্ষিকাকে মহিলা অধিদপ্তর থেকে গ্রাফিকস ডিজাইন কোর্স এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, মতিঝিল মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কোর্স সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নেই। এ কেন্দ্র থেকে প্রতিবছর কত জন ছাত্র/ছাত্রী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এবং কোর্স সমাপনান্তে সনদ সংগ্রহ করে তারও কোন তথ্য নেই। এ সব তথ্য থাকা জরুরী। কাজেই বোর্ডের আগামী সভায় এ সকল বিষয়ে পূর্ণ তথ্যাদিসহ উপস্থাপনের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বোর্ডের আগামী সভায় মতিঝিল মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের যাবতীয় কার্যক্রমের পূর্ণ তথ্যাদি উপস্থাপন করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক (কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্য বিষয় ০৮ ঃ মতিঝিল মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষন কেন্দ্রে প্রশিক্ষনের জন্য ছাত্রী বেতন ও হল ভাড়া বৃদ্ধি প্রসঙ্গে।

মতিঝিল মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্ত্রী কন্যাদের বিভিন্ন ট্রেড কোর্সে ন্যূনতম বেতনে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে যা বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন । অন্যদিকে সেন্টারে বৃহদাকারের একটি মিলনায়তন রয়েছে। মিলনায়তনটি সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বিয়ে উপলক্ষে ভাড়ার বিনিময়ে প্রদান করা হয়। বর্তমানে মিলনায়তনটিকে আধুনিকিকরন করা হয়েছে এবং সার্বক্ষনিক বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য জেনারেটরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে মিলনায়তন ব্যবহারের জন্য ভাড়া বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সভায় ট্রেড কোর্সে ছাত্রী বেতন ও মিলনায়তনের ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়।

সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে মতিঝিল মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শুধু সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্ত্রী কন্যাদের মধ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ না রেখে সকলের জন্য উন্মুক্ত করা যেতে পারে বলে মতামত ব্যক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং অন্যান্য সকলের জন্য পৃথক ভর্তি ফি ও পৃথক মাসিক বেতন ধার্য করা যেতে পারে। এ বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ক্ষেত্রে পৃথক ভর্তি ফি ও মাসিক বেতন এবং অন্যান্য সকলের জন্য আলাদা ভর্তি ফি ও মাসিক বেতন ধার্য করে একটি প্রতিবেদন বোর্ডের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা যেতে পারে বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ মতিঝিল মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গ্রাফিক্স ডিজাইন চালু করে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এবং অন্যান্য সকলের জন্য প্রশিক্ষণের বিষয়টি উন্মুক্ত করে ভর্তি ফি ও মাসিক বেতন পৃথক ভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক (কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্য বিষয় ০৯। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্তঃ

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মূল কাজ হচ্ছে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা। দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বর্তমান বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ সংস্থাকে আরো যুগোপযোগী করা একান্ত প্রয়োজন। কল্যাণ কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও দক্ষতার সাথে সম্পাদন করার জন্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলো থেকে কল্যাণ কার্যক্রমের বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। যেহেতু সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের বিদেশ প্রশিক্ষণ শাখা হতে বিভিন্ন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে সেহেতু সংস্থাপন মন্ত্রনালয়ের বিদেশ প্রশিক্ষণ শাখার মাধ্যমে বোর্ডের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মতামত ব্যক্ত করা হয়।

আলোচ্য বিষয় ১০। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কেন্দ্রীয় বিশেষ সাহায্য (চিকিৎসা/শিক্ষা-বৃত্তি/দাফন-অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া) শিক্ষা-বৃত্তি, চিকিৎসা সাহায্য, দাফন-অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও ক্লাবের অনুদান বরাদ্দ উপ-কমিটি পুনর্গঠন প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে শিক্ষা-বৃত্তি, চিকিৎসা সাহায্য, দাফন-অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও ক্লাবের অনুদান বরাদ্দ দানের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবকে সভাপতি করে কেন্দ্রীয় বিশেষ সাহায্য মঞ্জুরী উপ-কমিটি নামে একটি উপ-কমিটি এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব-কে সভাপতি করে চিকিৎসা সাহায্যের আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাই করার জন্য একটি বাছাই কমিটি রয়েছে।

উক্ত কমিটিকে পূনর্গঠনের প্রস্তাব সভায় উপস্থাপন করা হলে বোর্ড পূর্বে গঠিত কমিটি দ্বারা আপাতত কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য মতামত প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ পূর্বে গঠিত কমিটি কার্যক্রম সম্পাদন করবে।

পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকল সম্মানিত সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ইকবাল মাহমুদ)
সচিব
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

পরিশিষ্ট - 'ক'

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, কল্যাণ তহবিলের ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের অনুমোদিত বাজেট এবং ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট

ক্রমিক নং	আয়ের খাত	২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে বাজেট	২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে প্রকৃত আয়	২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরে প্রকৃত আয়	২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে সম্ভাব্য আয়
০১।	সরকারী কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিলের চাঁদা বাবদ	৩৫,০০,০০,০০০.০০	৩৪,৩০,৯৩,৫৮৭.০০	৩১,৯৬,৫৭,৬০৮.১১	৩৫,০০,০০,০০০.০০
০২।	১৪টি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিলের চাঁদা বাবদ	৭৬,০০,০০০.০০	৫৭,৮১,৭৫৬.০০	৭৬,৩২,২১৪.৩২	৫৮,০০,০০০.০০
০৩।	স্থায়ী আমানতের মুনাফা	১৪,৫৭,৮৫,৭৮০.০০	১২,২৭,২৩,৫৭৫.০০	১৭,১৫,৬১,৫০০.০০	১৫,১০,০৫,০০০.০০
০৪।	স্বল্প মেয়াদী আমানতের মুনাফা	১৫,০০,০০০.০০	১৭,৪৮,১৫৩.০০	১৭,৯২,৪৫৫.৬৪	২০,০০,০০০.০০
০৫।	বিবিধ প্রাপ্তি				
	(ক) অগ্রিম আদায় ও অন্যান্য	৫,০০,০০০.০০	২,৮৮,৮০৫.০০	৬,৫৭,৬৪৮.২৯	৫,০০,০০০.০০
	(খ) চিকিৎসা তহবিলের চাঁদা কর্তন	৪,৫০,০০০.০০	৩,৭৫,০০০.০০	৩,৬৭,৬০০.০০	৪,৫০,০০০.০০
	মোট :	৫১,১৮,৩৫,৭৮০.০০	৪৭,২০,১৮,২০৬.০০	৫৭,১৬,৭২,১০৭.৩৬	৫০,৭৭,৫০,০০০.০০

ক্রমিক নং	ব্যয়ের খাত	২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ	২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে প্রকৃত ব্যয়	২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরে প্রকৃত ব্যয়	২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে প্রস্তাবিত বাজেট
০১।	আইনের ১৬ ধারা মতে মৃত/অক্ষম/ কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের পরিবার ও নিজকে দেয় কল্যাণ ভাতা বাবদ	৪২,০০,০০,০০০.০০	৪১,১৫,০২,৭৬৬.০০	৩৮,০২,০৩,৯১২.১৫	৪২,০০,০০,০০০
০২।	বিধি ১৫ ধারা মতে চিকিৎসা সাহায্য, শিক্ষাবৃত্তি এবং দাফন/ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বাবদ	৭,০০,০০,০০০.০০	৭,১৫,৯১,০০০.০০	৭,০৮,২২,০২৫.০০	৫,০০,০০,০০০
০৩।	বিধি ১৮ ধারা মোতাবেক কোন কর্মচারী সরকারি দায়িত্ব পালনকালে ব্যক্তিগতভাবে মামলায় জড়িত হইয়া পড়িলে তাহাকে আইনগত আর্থিক সহায়তা প্রদান	২৫,০০,০০০.০০	–	–	২০,০০,০০০
	মোট :	৪৯,২৫,০০,০০০.০০	৪৮,৩০,৯৩,৭৬৬.০০	৪৫,১০,২৫,৯৩৭.১৫	৪৭,২০,০০,০০০
০৪।	(ক) প্রাতিষ্ঠানিক খরচ :				
	(০১) অফিসারদের বেতন	১২,০০,০০০.০০	৫,৮৬,৭০০.০০	৭,২২,৯৭৩.৫৮	১২,০০,০০০
	(০২) কর্মচারীদের বেতন	২৫,০০,০০০.০০	১১,৯৬,৫০০.০০	১৫,৬৮,২৯৮.৩৩	২৫,০০,০০০
	(খ) অন্যান্য ভাতাদি :-				
	(০১) বাড়ী ভাড়া ভাতা	২০,০০,০০০.০০	১২,৭৫,১১০.০০	২০,৭৭,৫৫৮.৫২	২১,০০,০০০
	(০২) চিকিৎসা/টিফিন ভাতা	৩,০০,০০০.০০	২,৩৮,০০০.০০	১,৯৯,৭৪৮.৩৩	৭,০০,০০০
	(০৩) যাতায়াত ভাতা	৭৫,০০০.০০	৩৫,১৮১.০০	৫৭,৬০৭.০০	৭৫,০০০
	(০৪) সম্মানী ভাতা (বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের)	৪০,০০০.০০	৩৫,০০০.০০	৩১,৭০০.০০	৫০,০০০
	(০৫) ধোলাই ভাতা	৬,০০০.০০	৫,৮০০.০০	–	৬,০০০
	(০৬) শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	১,১০,০০০.০০	৪২,০০০.০০	৪২,৫০০.০০	১,১০,০০০
	(০৭) ভ্রমন ভাতা	২,০০,০০০.০০	২০,০০০.০০	১৯,৯৮৮.০০	২,০০,০০০
	(০৮) উৎসব ভাতা	৪,৫০,০০০.০০	৩,৯৬,৪০০.০০	৩,৭২,১৮০.০০	৪,৫০,০০০
	(০৯) [illegible] ভাতা	৪০,০০০.০০	২০,৩৬৬.০০	২৯,৫৭১.৫৩	৫০,০০০
	(১০) [illegible] প্রিমিয়াম	২০,০০০.০০	১১,৮৮৫.০০	১৩,৯৯৭.০৩	২০,০০০
	(১১) গ্র্যাচুইটি ও [illegible]	২৫,০০,০০০.০০	২৩,৯৩,০০০.০০	১৫,৫১,৩০৯.২৪	২৫,০০,০০০
	(১২) ভবিষ্য তহবিল ছুটি পরিশোধ	১০,০০,০০০.০০	৬,৭৭,৫৮০.০০	১,১৮,৯৯৫.০০	১২,০০,০০০
	(১৩) ভবিষ্য তহবিল ইনক্রি	৩,০০,০০০.০০	–	–	৩,০০,০০০
	(১৪) নিয়োগ ভাতা/২০০৯ পে-স্কেল বাস্তবায়ন	১০,০০,০০০.০০	৫,৩১,৪০০.০০	–	১৫,০০,০০০
	(১৫) বিভাগীয় অফিসের জন্য বাড়ী ভাড়া	১,৮০,০০০.০০	–	–	১,৮০,০০০
	মোট :	১,১৯,২১,০০০.০০	৭৫,২৫,৪৮২.০০	৫৫,৫২,১১১.১২	১,৩৩,২১,০০০
০৫	বিভিন্ন অগ্রিম :				
	(০১) [illegible] অগ্রিম	৭০,০০০.০০	–	–	৭০,০০০
	(০২) গৃহ নির্মাণ অগ্রিম/মেরামত	৩,০০,০০০.০০	–	১,২০,০০০.০০	৩,০০,০০০
	(০৩) চিকিৎসা তহবিল অগ্রিম	৭,০০,০০০.০০	৬,৭০,০০০.০০	৪,০০,০০০.০০	৭,০০,০০০
	মোট :	১০,৭০,০০০.০০	৬,৭০,০০০.০০	৫,২০,০০০.০০	১০,৭০,০০০
০৬	অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক খরচ :				
	(০১) সংবাদ পত্র ক্রয় ও মেরামত	৫,০০,০০০.০০	৩,২১,৭৯০.০০	১,৭৫,৯০০.০০	৫,০০,০০০
	(০২) টেলিফোন বিল	১,০০,০০০.০০	৬২,০০০.০০	২৯,২৫১.০০	১,০০,০০০
	(০৩) ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পোষাক	২৫,০০০.০০	৫,০০০.০০	১,৯৫২.০০	২৫,০০০
	(০৪) সিল ডাক টিকিট ক্রয়	৫,০০,০০০.০০	–	১,৬১,০০০.০০	৫,০০,০০০
	(০৫) মনিহারী দ্রব্যাদি ক্রয়	১,০০,০০০.০০	৩৭,০০০.০০	৭১,৯৫০.০০	১,০০,০০০
	(০৬) জমির খাজনা	৩০,০০০.০০	১৭,৬০৭.০০	১৭,৬০৭.০০	৩০,০০০
	(০৭) আনুষঙ্গিক খরচ (কন্টিনজেন্সী)	১০,০০,০০০.০০	৫,০৬,৭৯৯.০০	৫,১১,০২১.৮৫	১০,০০,০০০
	(০৮) বোর্ডের সদস্যদের সম্মানী ও আপ্যায়ন খরচ	৫,০০,০০০.০০	২৫,০০০.০০	২,০১,৭৪৮.০০	২,০০,০০০
	(০৯) টাইপ মেশিন ক্রয় ও মেরামত	৭০,০০০.০০	–	৪০,১৭০.০০	৭০,০০০
	(১০) বিজ্ঞাপন খরচ	৪০,০০০.০০	৩৭,৫০৯.৫২	৫৫,৫৫৫.৯৫	৪০,০০০
	(১১) পানি ও বিদ্যুৎ	২,০০,০০০.০০	–	–	২,০০,০০০
	(১২) গাড়ীর জ্বালানী খরচ	২,০০,০০০.০০	৮৬,৪৪৫.০০	৭১,১৫২.০০	২,০০,০০০
	(১৩) ব্যাংক চার্জ কমিশন	২,০০,০০০.০০	৪০,১৮০.০০	৬৬,৭২৫.৩৩	২,০০,০০০
	(১৪) কম্পিউটার ক্রয়, প্রশিক্ষণ এবং কম্পিউটার ও এ,সি, সংরক্ষণ	১২,০০,০০০.০০	৪২,০০০.০০	২৯,১২০.০০	১২,০০,০০০
	(১৫) গাড়ী ক্রয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	২০,০০,০০০.০০	১,৫৮,৯০৭.৯৭	১,৩১,৮৫২.৫০	৫২,০০,০০০
	(১৬) ফটোস্ট্যাট মেশিন ক্রয়/মেরামত	৩,০০,০০০.০০	১,৮৫০.০০	–	৩,০০,০০০
	(১৭) বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা	২,০০,০০০.০০	–	–	২,০০,০০০
০৭	ভবন নির্মাণ খরচ	২০,০০,০০০.০০	–	–	১,০০,০০,০০০
	মোট :	৯৪,৬৫,০০০.০০	১১,১১,৯৯৫.৪৯	১২,৭০,১২৩.৭৫	১,৮৭,৬৫,০০০
	মোট প্রাতিষ্ঠানিক খরচ (৪+৫+৬+৭) :	২,২৪,০৬,০০০.০০	৯০,৭৭,৪৬৭.৪৯	৭২,৩২,৫৭৫.১৭	৩,৩১,০৬,০০০
	মোট খরচ (১+২+৩+৪+৫+৬+৭) :	৫১,৪৯,০৬,০০০.০০	৪৮,৩০,৬৯,১৩৩.৪৯	৪৫,৮২,৫৮,৫১০.১১	৫০,৫১,০৬,০০০
	উদ্বৃত্ত (+)/ ঘাটতি (-) (-)	(-) ৩০,৭০,২২০.০০	(-) ১,১০,৫০,৯২৭.৪৯	৮,৩৪,১৩,৫৯৬.৯৫ (+)	(+) ২৬,৪৪,০০০
	মোট :	৫১,১৮,৩৫,৭৮০.০০	৪৭,২০,১৮,২০৬.০০	৫৪,১৬,৭২,১০৭.০৬	৫০,৭৭,৫০,০০০

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড

ড. মোহাম্মদ সাদিক
অতিরিক্ত সচিব
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

পরিশিষ্ট - 'খ'

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, যৌথবীমা তহবিল এর ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের অনুমোদিত বাজেট এবং ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট

ক্রমিক নং	আয়ের খাত	২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের বাজেট	২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের প্রকৃত আয়	২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরের প্রকৃত আয়	২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের সম্ভাব্য আয়
১। (ক)	গেজেটেড সরকারী কর্মকর্তাদের যৌথবীমা প্রিমিয়াম	৪,০০,০০,০০০/-	৪,৪৫,০০,০০০/-	৪,২৭,৩৫,৩৭২/-	৪,৫০,০০,০০০/-
(খ)	১৯টি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার প্রিমিয়াম	৩০,০০,০০০/-	২৯,০০,০০০/-	২৮,৯৩,৪২৩/-	৩০,০০,০০০/-
(গ)	নন-গেজেটেড সরকারী কর্মচারীদের প্রিমিয়াম বাবদ সরকারী অনুদান	১৬,০০,০০,০০০/-	১৬,০০,০০০,০০০/-	১৬,০০,০১,০০০/-	১৬,০০,০০,০০০/-
(ঘ)	স্থায়ী আমানতের মুনাফা	১,২২,৪৮,০০০/-	১,১৮,৪০,০০০/-	৩,১১,০৯,২০২/-	৬,৫৫,০০,০০০/-
(ঙ)	স্বল্প মেয়াদী আমানতের মুনাফা	১২,০০,০০০/-	১২,৭৫,০০০/-	১৮,৫১,০৪৪/-	১২,০০,০০০/-
(চ)	বিবিধ (অগ্রিম আদায় ও অন্যান্য)	১,৫০,০০০/-	১,০৫,০০০/-	৬৯,৯৫১/-	১,৩০,০০০/-
(ছ)	বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট থেকে ভবিষ্য তহবিলের চাঁদা	৫,০০,০০০/-	৪,১৪,০০০/-	২,৮৬,১০০/-	৫,৫০,০০০/-
(জ)	বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট থেকে সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের অগ্রিম আদায়	৩,০০,০০০/-	২,৫৫,০০০/-	১,৯৩,৬২৩/-	৩,০০,০০০/-
	মোট :	২১,৭২,৯৮,০০০/-	২২,১২,৯৯,০০০/-	২৩,১২,৩৮,৬৮২/-	২৭,৫৫,৮০,০০০/-

ক্রমিক নং	ব্যয়ের খাত	২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ	২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের প্রকৃত ব্যয়	২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরের প্রকৃত ব্যয়	২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট
০১।	যৌথবীমার দাবী পরিশোধ	২৬,০০,০০,০০০.০০	২৫,০০,০০,০০০.০০	২১,৫১,২৭,১৩২.০০	২৫,৭৫,০০,০০০.০০
	মোট :	২৬,০০,০০,০০০.০০	২৫,০০,০০,০০০.০০	২১,৫১,২৭,১৩২.০০	২৫,৭৫,০০,০০০.০০
০২। (ক)	প্রাতিষ্ঠানিক খরচ:				
(১)	অফিসারদের বেতন	৭,০০,০০০.০০	৩,৯৪,৯৯২.০৯	৪,১০,০৬৬.০৪	৮,০০,০০০.০০
(২)	কর্মচারীদের বেতন	২০,০০,০০০.০০	১৩,৩৮,৩৬৭.২১	১১,৭৪,১৬৩.৯১	২১,০০,০০০.০০
(খ)	অন্যান্য ভাতাদি :				
(১)	বাড়ী ভাড়া ভাতা	১৫,০০,০০০.০০	৯,২৭,৭২৬.৪০	৮,৬২,২৭৭.২১	১৫,০০,০০০.০০
(৪)	চিকিৎসা ভাতা	২,৫০,০০০.০০	১,৪১,৬১২.৯০	১,৩১,৭৪১.৯৪	২,৫০,০০০.০০
(৫)	যাতায়াত ও টিফিন ভাতা	১,০০,০০০.০০	৭২,৯০০.০০	৪৪,১১১.৩৭	১,০০,০০০.০০
(৬)	কর্ষভার ভাতা	৫০,০০০.০০	৬,০৩৮.০০	১২,১০১.০০	৫০,০০০.০০
(৭)	ধোলাই ভাতা	১০,০০০.০০	৪,০০০.০০	৩,২৭৫.১৯	১০,০০০.০০
(৮)	অবসর ভাতা	৫০,০০,০০০.০০	২৭,৭৫,৬৪০.০০	২,১৪,২১৩.২০	৫০,০০,০০০.০০
(৯)	চিত্ত বিনোদন ভাতা	১,০০,০০০.০০	২৯,২৪০.০০	৪৭,৯১০.৯০	১,০০,০০০.০০
(১০)	ভবিষ্য তহবিল পরিশোধ (চূড়ান্ত)	১০,০০,০০০.০০	৩,৩৩,৮২২.০০	১,৩৫,০০০.০০	১৫,০০,০০০.০০
(১১)	ভবিষ্য তহবিল স্থানান্তর	৩,০০,০০০.০০	--	--	৩,০০,০০০.০০
(১২)	ভ্রমন ভাতা	২,০০,০০০.০০	৪০,০০০.০০	--	২,০০,০০০.০০
(১৩)	উৎসব ভাতা	৫,০০,০০০.০০	২,৬৬,৮৬৭.০০	২,৫০,৫৯০.০০	৫,০০,০০০.০০
(১৪)	সম্মানী ভাতা (বোর্ডের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের)	৫০,০০০.০০	৩০,০০০.০০	৫২,০০০.০০	৫০,০০০.০০
(১৫)	মহার্ঘ ভাতা/বেতন স্কেল, ২০০৯ বাস্তবায়ন	১০,০০,০০০.০০	২,০২,৯৯৮.৫২	---	১৫,০০,০০০.০০
(১৬)	বাড়ী ভাড়া (বিভাগীয় অফিসের জন্য) এবং পানি ও বিদ্যুৎ	৩,০০,০০০.০০	--	--	৩,০০,০০০.০০
	মোট :	১,৩০,৬০,০০০.০০	৬৫,৬৪,২৪৮.১৮	৩৩,৩১,৬৬৮.৭৯	১,৪২,৬০,০০০.০০
০৩।	বিভিন্ন অগ্রিম :				
(১)	সাইকেল অগ্রিম	--	--	--	--
(২)	মটর সাইকেল অগ্রিম	১,৪০,০০০.০০	৩০,০০০.০০	--	১,৪০,০০০.০০
(৩)	গৃহ নির্মান অগ্রিম	৩,৫০,০০০.০০	--	১,২০,০০০.০০	৩,৫০,০০০.০০
(৪)	সাধারণ ভবিষ্য তহবিল অগ্রিম	১২,০০,০০০.০০	৩,৩০,০০০.০০	৩,৫০,০০০.০০	১২,০০,০০০.০০
	মোট :	১৬,৯০,০০০.০০	৩,৭০,০০০.০০	৫,৭০,০০০.০০	১৬,৯০,০০০.০০
০৪।	অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক খরচ :				
(১)	আসবাবপত্র ক্রয় ও মেরামত	৪,০০,০০০.০০	১,৪০,০০০.০০	--	৫,০০,০০০.০০
(২)	ফটোষ্ট্যাট মেশিন/কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ	১০,০০০.০০	--	--	২,০০,০০০.০০
(৩)	কার্তিজ ডাক টিকেট ক্রয়	৫,০০,০০০.০০	১,৯০,০০০.০০	৬০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০
(৪)	চতুর্থ শ্রেনীর কর্মচারীদের পোষাক	৫০,০০০.০০	৪,৭৬৯.০০	৩,৭১০.০০	৫০,০০০.০০
(৫)	টাইপ মেশিন মেরামত	১০,০০০.০০	--	--	১০,০০০.০০
(৬)	মনোহারী দ্রব্য	১,০০,০০০.০০	৪১,০৫০.০০	৫০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০
(৭)	টেলিফোন	১,০০,০০০.০০	৯,১৮৭.০০	১৬,৩৩৫.০০	১,০০,০০০.০০
(৮)	ব্যাংক চার্জ	৮,০০০.০০	৭,৯০০.০০	১০,০৪৩.০০	২০,০০০.০০
(৯)	আনুষাঙ্গিক(কন্টিনজেন্সী)	৩,৫০,০০০.০০	৭৫,৯৬৭.০০	৮১,৩০৬.০০	৩,৫০,০০০.০০
(১০)	আপ্যায়ন	৮০,০০০.০০	৫১,০০০.০০	--	৮০,০০০.০০
	মোট :	১৬,০৮,০০০.০০	৫,৩১,৮৬৬.০০	২,২২,০৯৪.০০	২১,১০,০০০.০০
	মোট প্রাতিষ্ঠানিক খরচ (২+৩+৪)	১,৬৩,৫৮,০০০.০০	৭৪,৬৬,০৬৪.৮৮	৪০,২৩,৭৬২.৭৯	১,৮০,৬০,০০০.০০
	মোট ব্যয় নং (১+২+৩+৪)	২৭,৬৩,৫৮,০০০.০০	২৫,৭৪,৬৬,০৬৪.৮৮	২১,৯১,৫০,৮৯৪.৭৯	২৭,৫৫,৬০,০০০.০০
	উদ্বৃত্ত / ঘাটতি	(-) ৫,৯০,৬০,০০০.০০	(-) ৩,৬১,৭৭,০৬৪.৮৮	১,২১,৮৭,৮০০.২১	(+) ২০,০০০.০০
		২১,৭২,৯৮,০০০.০০	২২,১২,৯৯,০০০.০০	২৩,১২,৩৮,৬৮২.০০	২৭,৫৫,৮০,০০০.০০

হিসাব রক্ষণ অফিসার

উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও হিসাব), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড

অতিরিক্ত সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার